৪. রেগুলেটিং অ্যাক্ট এবং পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের সাংবিধানিক গুরুত্ব নিরূপণ করো। এই সংস্কারগুলি ভারতে কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় আইনগত কাঠামোয় কতটা স্থাপন করেছিল? [redacted]

সংশোধনী আইন প্রণয়নের পরেও ভারতে কোম্পানি শাসন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নয়ন ঘটেনি কারণ কোম্পানি ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণমূলক নীতি অনুসরণ করেছিল। মারাঠা ও মহীশূরের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে শাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন সংস্কার একটি বিল পাশের কথা উত্থাপন করলে বিরোধী নেতা হিসেবে এই বিলের বিরোধিতা করেন। এই বিলে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়ার কথা প্রচার করা হয়। কিন্তু এই বিল হাউস অফ কমন্-এ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন নতুন প্রধানমন্ত্রী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন অনুযায়ী ডিরেক্টর সভা এবং কোম্পানির শাসনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কায়েম

করা হয়। এই আইন অনুযায়ী ছয় সদস্যের বোর্ড অব কন্ট্রোল নির্মিত হয়, যার মধ্যে থাকবেন এক জন সেক্রেটারি, এক জন এক্সচেকার এবং চার জন প্রিভি কাউন্সিলর। এই বোর্ড ভারতবর্ষে সামরিক ও বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার এবং রাজস্ব ব্যবস্থার উপর নিজস্ব কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। ডিরেক্টর সভা কোনও ভাবেই বোর্ড অব কন্ট্রোলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। তিন জন ডিরেক্টরের যে সিক্রেট কমিটি গঠিত হবে, তারা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ব্যতিত শাসন বিচারক নথিপত্র বোর্ডের কাছে পেশ করবে। এই আইনে কোর্ট অব কন্ট্রোল যাদের সাথে সাথে ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। ডিরেক্টর সভা, গভর্নর জেনারল,গভর্নর এবং সেনাপতিদের অধিকার বলবৎ রাখার সঙ্গে কোম্পানির একচ্ছত্র বাণিজ্য অধিকার ও খর্ব করেনি। কলিকাতাস্থিত গভর্নরে সুপ্রিম গভর্নর হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্থির হয় যে, গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে তিন জন সদস্য এবং তাঁরা যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ভারতে অবস্থিত প্রেসিডেন্সিগুলির শাসন ব্যবস্থা গভর্নর জেনারেলের অধীনস্থ হবে বলে মনে হয়।

পিটের ভারত শাসন আইন আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ কমিটির বিরোধিতার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে প্রতিপক্ষ চুক্তির বিরোধিতা করা হয়। এই আইনে স্থির হয় যে, ডিরেক্টর সভার বিনা অনুমোদনে গভর্নর জেনারেল কোনও প্রকার যুদ্ধের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারবে না। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে যে আইন প্রণীত হয় তাতে কোম্পানির কর্মচারী দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

পিটের ভারত শাসন আইন কোম্পানি শাসনের ক্ষেত্রে দৈত্ব ব্যবস্থা প্রর্বতন করেছিল। এর দ্বারা কোম্পানির ডিরেক্টর সভা এবং বোর্ড অব কন্ট্রোল শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব লাভ করেছিল।

তাই সাধারণ ভাবে বলা যায় এই আইন ত্রুটি মুক্ত ছিল না, এর ত্রুটিগুলি হলো নিম্নরূপ—

(ক) পিট কর্তৃক প্রবর্তিত আইনে কোম্পানির ক্ষমতা ব্যাপক হারে হ্রাস পেলেও বোর্ড অব কন্ট্রোল যাতে ভারতের শাসন ব্যবস্থা এবং ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে ছিল না।

(খ) এই আইনে বোর্ড অব কন্ট্রোল এবং ডাইরেক্টর সভার মধ্যে ক্ষমতা বিভাজিত করা হয়। এতে কোম্পানির কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা উভয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সিক্রেট কমিটির পশ্চাতে অবস্থান করে বোর্ড অব কন্ট্রোলকে কার্য পরিচালনার

নীতি এই আইন দ্বারা প্রবর্তিত হলেও এই কাজ দায়িত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি। ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ডাইরেক্টর দায়বদ্ধ ছিল কারণ এর সদস্যবৃন্দ ভারত থেকে অর্থ লাভের আগ্রহী ছিলেন, যা বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্যরা ছিলেন না।

(গ) পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মাধ্যমে ডাইরেক্টর সভা এবং সমকালীন ভারতীয় জনগণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে, বোর্ড অব কন্ট্রোল স্থাপিত হয়েছিল ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বোর্ড অব কন্ট্রোলের কোনও স্বাধীনতা দানের পরিবর্তে ডিরেক্টর সভার ক্ষমতা রক্ষার প্রয়াস চালানো হয়েছিল।

(ঘ) কোম্পানি কর্তৃক বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমশই প্রসার এবং বিস্তৃতি লাভ করে।

(ঙ) পিটস ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ভারতবর্ষ এবং ইংল্যাণ্ডে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেছিল কিন্তু সমকালীন যুগে অনুন্নত পরিবহন তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পিটের ঐক্যবদ্ধ শাসন ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করেনি। পিটের ভারত শাসন আইন জটিল এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবার কারণে এটি শাসন ব্যবস্থাতে বিশেষ উন্নতি ঘটাতে পারেনি এবং সাফল্য লাভও করেনি।

চার্টার আইন: সাধারণ ভাবে ২০ বছর অন্তর কোম্পানির চার্টার নবীকরণের ব্যবস্থা করা হতো যার দ্বারা কোম্পানির কার্যাবলির হিসেব করা হতো।

সমকালীন ইউরোপে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, তার মধ্যে প্রথমটি হলো শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লবের শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে শিল্পপতি, পুঁজিপতি বণিকরা ভারতে নিজেদের বাণিজ্যাধিকারের দাবি করে। এর দ্বারা কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় উল্লেখ্য ঘটনা হলো ফ্রান্সে বিপ্লবের সূচনা। এ সময় ইংল্যাণ্ড বিপ্লব বিরোধী জোট গঠনে ব্যাপক ভাবে উৎসাহিত হয়ে গড়ে। পার্লামেন্ট কিন্তু ভারতে বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল না। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনের দ্বারা কোম্পানি ভারতবর্ষকে আরও ২০ বছর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার দায় ভার দেয়। এ ক্ষেত্রে কোম্পানি নিজের বাণিজ্যিক অধিকার অর্জন রাখার সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু শর্তে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার প্রদান করে। এ সময় বোর্ড অব কন্ট্রোলের গঠনে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় এবং স্থির হয় যে, দু'জন সেক্রেটারি, এক জন চ্যান্সেলার অফ এক্সচেকার এবং তিন জন সদস্য দ্বারা বোর্ড গঠিত হবে। সরকারি চিঠি পত্রে সর্বপ্রথম যে বক্তির নামোল্লেখ

থাকবে তিনি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করবেন। বোর্ডের বাকি সদস্যবৃন্দ ভারতীয় রোজগার থেকে বেতন লাভ করবেন।

এও স্থির হয় যে, গভর্নর জেনারেল ভবিষ্যতে কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে। এই আইনে গভর্নর জেনারেল বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করেন। কোনও অনিবার্য কারণে গভর্নর জেনারেল রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকলে, তার অনুপস্থিতিতে এক জন সদস্য ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে গভর্নর জেনারেলের কার্য পরিচালনা করবেন। গভর্নর জেনারেল কোনও প্রয়োজনে বোম্বে অথবা মাদ্রাজ গমন করলে, তিনি ওই স্থানের কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করতে সমর্থ হবেন। প্রধান সেনাপতি কিন্তু সাধারণ ভাবে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হবেন না কিন্তু কোনও কারণে ডিরেক্টর সভা থেকে কোনও নির্দেশ লাভ করলে তিনি সাময়িক ভাবে সদস্য হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করবেন। ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণ যাতে নিজেদের আইনি অধিকার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে তার জন্য সমস্ত আইন দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করার কথা বলা হয়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথম নাগরিক আইনের সূচনা হয় যা ছিল সবার জন্য এক বা সমান। এই সমস্ত শর্ত ব্যতীত উইলবার ফোর্স এই আইনে আরও দু'টি শর্ত আরোপ করেন, যথা—কোম্পানির ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হবে ভারতীয় জনগণের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন। এই কারণে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষক এবং মিশনারী প্রেরিত হবে। শেষ পর্যন্ত চার্টার আইনে এগুলি স্থান লাভ করেনি কিন্তু প্রাথমিক ভাবে স্থান লাভ না করলেও ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার আইনে এরা নিজস্ব স্থান করে নেয়।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সংশোধিত চার্টার অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যতীত ইংরেজ বণিকগণও ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অর্জন করে। চিনের উপর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক আধিপত্য আরও ২০ বছরের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টারেই প্রথম বার ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উৎসাহ দান ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হেতু এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কলকাতায় এক জন এবং তিন জন বিশপের নিম্নবর্তী যাজক নিয়োগ করা হয় এবং কোম্পানির সামরিক, বেসামরিক কর্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই চার্টারেই সর্বপ্রথম লেখা হয়।